

বাংলাদেশ মান্দাসা শিক্ষা বোর্ড

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১

Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/বগুড়া-২৫৭/ ৬৮

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২
৩০ জুলাই ২০২৫

বিষয়ঃ অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলাধীন সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর বালিকা দাখিল মান্দাসাৰ (ইআইআইএন নং-১১৯৫৩২) সুপার ও প্রস্তাবিত সভাপতিৰ বিৱুকে অনিয়মতাত্ত্বিক ভাবে এডহক কমিটি গঠন কৰে পুনৰায় অনিয়মতাত্ত্বিক ও ভোটার বিহীন ম্যানেজিং কমিটি নিৰ্বাচন, সভাপতিৰ শিক্ষাগত যোগ্যতাৰ সার্টিফিকেট সন্দেহজনক, নিয়োগ বানিয়া, সৱকারি বনাদকৃত অৰ্থ আৱাসাৎ এবং দৃঢ়া বিল ভাউচার তৈৰি ইত্যাদিৰ অভিযোগে জনাব মো: আমিনুল ইসলাম একটি অভিযোগ দাখিল কৰেছেন।

এমতাবস্থায়, অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে সৱেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিয়ম স্বাক্ষৰকাৰী বৰাবৰ প্রতিবেদন প্রেরণেৰ জন্য অনুৰোধ কৰা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়েৰ নিৰ্দেশক্রমে

চেয়েন্স
৩০.৭ - ২৫

প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার

ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২
৩০ জুলাই ২০২৫

নং-বামাশিবো/প্রশা/ বগুড়া-২৫৭/ ৬৮/

সদয় অবগতি ও প্ৰয়োজনীয় কাৰ্যাৰ্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতাৰ ক্ৰমানুসাৰে নয়):

১. জেলা প্ৰশাসক, বগুড়া;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, বগুড়া;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গাবতলী, বগুড়া;
৪. সুপার/ভাৱপ্রাপ্ত সুপার, সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর বালিকা দাখিল মান্দাসা, গাবতলী, বগুড়া;
৫. সভাপতি, সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর বালিকা দাখিল মান্দাসা, গাবতলী, বগুড়া;
৬. জনাব মো: আমিনুল ইসলাম (অভিযোগকাৰী), সোনাকানিয়া, পেৱীহাট, গাবতলী, বগুড়া;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মান্দাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

৩০.০৭.২৫

মোঃ আশুৰ রশিদ

উপ-রেজিস্ট্রার (প্ৰশাসন)

ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

ই-মেইল: dadmin@bmeb.gov.bd

৩০.০৭.২৫

তারিখঃ ২৭।০৪।২৯

বরাবর

রেজিস্ট্রার

বাংলাদেশ মন্ত্রানালী শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

বিষয়ঃ বগুড়া জেলার গাবতলী উপজেলাধীন সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর-বালিকা দাখিল মন্ত্রানালী ইন নং ১১৯৫৩২, মন্ত্রানালী কোড নং ১৩৮১১ এর সম্পূর্ণ অনিয়ম তাত্ত্বিক ভাবে এডহক কমিটি গঠন করে পুনরায় অনিয়মতাত্ত্বিক ও ভোটার বিহীন ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন না দেওয়া প্রসঙ্গে।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ১। মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা মৃত সিরাজুল ইসলাম আকন্দ সাং সোনাকানিয়া পোষ্টঃ পেডিহাট, উপজেলাঃ গাবতলী, জেলাঃ বগুড়া। সোনাকানিয়া হিজাবুন-নূর-বালিকা দাখিল মন্ত্রানালীর জমিদাতার নাতী এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির ছেলে ও সাবেক সভাপতি। গত ইং ০৬/০১/২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মন্ত্রানালী শিক্ষাবোর্ড স্মারক নং ৫৭.০০.০০০০. ০৪০.৩৩.০০২.২৪-১৪ প্রজ্ঞাপন জারি হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে এডহক কমিটি গঠন পূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তদানুসারে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র সমূহ সহ দরখাস্ত উক্ত মন্ত্রানালীর সুপার মোঃ আব্দুল বাহেদ বরাবর জমা দেই। কিন্তু প্রতারক, দূর্বীতিবাজ সুপার আমার জমাকৃত কাগজপত্র গোপন রাখিয়া তাহার মনোনীত পকেট কমিটির জন্য সবার অগোচরে আমার নাম না দিয়ে আপনার বরাবর এডহক কমিটি অনুমোদনের জন্য কাগজপত্র জমা দিয়ে এডহক অনুমোদন নিয়ে এসেছে। উক্ত এডহক কমিটির সভাপতি বিএ পাশের শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট সন্দেহজনক, তদন্ত করা প্রয়োজন। যাহা উক্ত মন্ত্রানালীর স্বার্থ এবং আইনের পরিপন্থি, সুপার অপকর্ম করার জন্য পকেট এডহক কমিটি অনুমোদন নিয়েছে। এছাড়াও আমার সহিত উক্ত মন্ত্রানালী নিয়ে সুপার মোঃ আব্দুল বাহেদ এবং পূর্বের আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারে মনোনীত সভাপতি মোঃ জাহিদুল ইসলাম স্বপন এর যোগসাজসে আমার সহিত একাধিক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা মোকদ্দমা আদালতে চলমান। উক্ত মামলা নং ১২৭/২০২৪ অন্য গাবতলী সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা নং ২৭/২০২৪ সিনিয়র প্রিডিসিশান ম্যাজিস্ট্রেট গাবতলী মামলা নং ৪০১পি/২০২৪ বগুড়া জেলা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং দূর্বীতি দমন কমিশন অফিসে দূর্বীতির অভিযোগ দেওয়া আছে। উক্ত ব্যক্তিকে অনিয়মতাত্ত্বিকভাবে ভোটার বিহীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অনুমোদন দেওয়া হলে মন্ত্রানালীর পরিবেশ ও ভাবমূর্তি ক্ষতি সাধিত হবে। সুপার মোঃ আব্দুল বাহেদ গুরু আওয়ামীলী ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে সভাপতির যোগসাজসে মন্ত্রানালীর স্বার্থ পরিপন্থি ভাবে মন্ত্রানালী নিয়ে আমাদের সহিত মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হয়েছে। বর্তমানে তাহা চলমান আছে। এখনও সে পূর্বের ন্যায় ভোটার বিহীন সবাই অগোচরে ও চুপিসারে তার মনোনীত পকেট ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার প্রক্রিয়ায় আপনার বরাবরে যাবতীয় তথ্যাদি জমা দিয়েছে। আমরা মনে করি উক্ত তার মনোনীত ব্যক্তিকে মন্ত্রানালী ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অনুমোদন দেওয়া হলে মন্ত্রানালীর স্বার্থ, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ বিপ্লিত সহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত পরিবেশ সঠিক রাখার জন্য আমাদের সহিত সমাঝোতা ও আলাপ আলোচনা ছাড়া অন্য কাউকে পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনোনীত করে অনুমোদন দিলে মন্ত্রানালী বামেলা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

অতএব বিধায় প্রার্থনা অনুগ্রহপূর্বক মন্ত্রানালীর পূর্ণাঙ্গ ম্যানেজিং কমিটি অনুমোদন না দেয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

সংযুক্তঃ

- ১। চেয়ারম্যান বরাবর আবেদনের কপি।
- ২। রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন এর কপি।
- ৩। অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি।
- ৪। অভিযোগকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি।

নিবেদক
মোঃ আমিনুল ইসলাম

বরাবর,

উপপরিচালক
দুর্বীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

বিষয়ঃ মদ্রাসার সভাপতি ও সুপারের বিষয়ক উন্নয়ন কর্মকার্তের ব্রাহ্মকৃত টাকা আত্মসাং করণ এবং নিয়োগ বাধিয়া বাবদ চাকুরী প্রার্থী কৃত্ত্ব ঘূর্ণ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

অন্বয়,

বিনোদ নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা- সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, পো: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়া আপনার দুর্বীতি দমন অফিসে হাজির হইয়া তফসিল তৃতৃ অপরাধ সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা ২। মোঃ আন্দুল বাছেদ সাকিদার, পিতা মৃত: তফিজ উদ্দিন সাকিদার, সুপারিনটেন্ডেন্ট, সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, উত্তরোর ঠিকানা: সাং-মদ্রাসার নিরাপত্তা কর্মী (পুরুষ) পদে গত ২২/০১/২০২০ তারিখে দৈনিক করতোরো পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাতকারী আল আমিন, পিতা মৃত: সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্ট: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়ায়া সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা মধ্যমে দরখাতকারী আল আমিন, পিতা মৃত: সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্ট: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়ায়া সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা কর্মকারী আল আমিন, পিতা মৃত: তফিজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, ডাকব্রহ্ম: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়ায়া সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা নিরাপত্তা কর্মী (পুরুষ) পদে গত ২২/০১/২০২০ তারিখে দৈনিক করতোরো পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাতকারী আল আমিন, পিতা মৃত: সিরাজ উদ্দিন আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্ট: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়াকে উক্ত পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত দেন এবং অত মদ্রাসার উন্নয়ন কাষে মদ্রাসা সংলগ্ন পশ্চিম পাশের নিজ নামীয় ০৬ শতক জমি এবং উক্ত অগ্রিমে যাতি ভৱাটের গুরু বাবদ ৩,০০,০০০/- টাকার বিনিময়ে অত মদ্রাসার সুপার মোঃ বাসেদ এর সঙ্গে অভিযোগকারী আমিনুল ইসলামের মৌখিক আলোচনা হয় এবং অভিযুক্ত ৩। মোঃ ছাতাম মন্ডল, পিতা মৃত: বাবুল মন্ডল, অভিভাবক সদস্য, সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, সাং শেরপুর ধূনট মোড়, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়ায়া উজ্জ্বল কার্যকলাপে উক্ত কাজে অত্যুক্ত ভাবে প্রয়োজন করেন। অভিযোগকারী আমিনুল ইসলাম উক্ত চাকুরী প্রার্থী আল আমিনের বড় ভাই। অতঃপর আলোচনা সাপেক্ষে ২২/০১/২০২০ অভিযুক্ত আন্দুল বাছেদকে ২ লাখ টাকা প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ১ লাখ টাকা ও ০৬ শতক জমি করবার দলিল দূলে নিয়োগের পূর্ব মুহূর্তে দেওয়ার মৌখিক ভাবে আলোচনা করেন। অতঃপর নিয়োগ পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ১/২২/০১/২০২০ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থীকে বলেন উক্ত পদে নিয়োগের জন্য আরও ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা দূর্য দাবী করেন। উক্ত প্রার্থী টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করিলে নিয়োগ প্রার্থী মোঃ আল আমিনকে পরীক্ষার অংশহীনে বাধা প্রদান করেন ১/২২/০১/২০২০ অভিযুক্ত ব্যক্তি। অতঃপর অল আমিনকে চাকুরী প্রদান না করিয়া অন্য প্রার্থী জনেক মোঃ আন্দুল কালাম, পিতা- জয়নাল প্রাপ্ত, সাং সোনাকানিয়া, পোষ্ট: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা বগুড়ার নিম্নট হইতে ১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ) টাকা ধূর গ্রহণ করিয়া তাহাকে চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিযোগ হলো ২২. মেরুজ্বারী ২০২৪ খ্রি: তারিখে ৫১,০১,০০০০,০১২,১৪, ০০১,২৩,২৩ নং স্মারক পত্র অনুযায়ী দুর্বীগ ব্যবস্থাপনা ও আন মন্ত্রণালয়ের অধীন দুর্যোগ্য ব্যবস্থাপনা অবিদ্যুরের মাধ্যমে নির্বাচী এলাকা ৪২, বগুড়া-৭ এর অনুকূলে উক্ত সোনাকানিয়া হিজবুল নূর বালিকা দাখিল মদ্রাসার ব্রাহ্মকৃত ৬ টন গন গাবতলী উপজেলার অনুকূলে বরাদ্দ করা হলো এবং উক্ত ব্রাহ্মকৃত গন যাহার আন্দুলানিক মূল্য (6000×52) = ৩,১২,০০০/- (তিনি লক্ষ বার হাজার) টাকা। উক্ত পথ বিজ্ঞয় করে ১-৪নং অভিযুক্ত ব্যক্তি মদ্রাসার ওরাল নির্বাচন না করিয়া ভূয়া এবং জাল বিল ভাউচার তৈরী করে উক্ত ব্রাহ্মকৃত টাকা সম্পর্কে আত্মসাং বনে। উক্ত বিষয়ে সাক্ষীগণ সম্পূর্ণ ঘটনা অবগত আছেন। উক্ত বিষয়ে সাক্ষী ৪- ১। হাফেজ মোঃ গোলাম মোস্তফা, সহকারী শিফক অত্র মদ্রাসা, পিতা মৃত মিয়াস উদ্দিন মন্ডল, সাং খোট্টাপাড়া, ডাক: বোহাইল, থানা- শাজাহানপুর, জেলা- বগুড়া। ২। মোঃ আল-আমিন, পিতা মৃত: সিরাজ উদ্দিন, সাং সোনাকানিয়া, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া। ৩। মোঃ নজরুল ইসলাম (দ্ব্য), পিতা মৃত: আল আত্মার আকন্দ, সাং সোনাকানিয়া, ডাক: পেরীহাটি, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া। ৪। মোঃ আরিফুল ইসলাম, পিতা মৃত: মোঃ সোনাকানিয়া, থানা- গাবতলী, জেলা- বগুড়া।

বিদ্যায় প্রার্থনা, মহোদয় উপরোক্ত বিষয় বিশেব ভাবে বিবেচনা করত: সুষ্ঠ তদত্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আপনার সদয় পর্যবেক্ষণ হয়।

নিবেদক

- ১। বাংলাদেশ মদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, প্রজ্ঞাপন, তাৎক্ষণ্য ২৩/০১/২০২২ ইং
২। বাংলাদেশ মদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, প্রজ্ঞাপন, তাৎক্ষণ্য ১৪/০৩/২০২৪ ইং
৩। গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ বোর্ডের প্রতিবিবি মনোনয়নের চিঠি।
৪। দৈনিক করতোরো পত্রিকায় গত ইং ২২/০১/২০২০ তারিখের পত্রিকায় ফটোকাপি।
৫। নিয়োগ প্রার্থীর বাঁক দ্রাফট এবং ফটোকাপি।
৬। প্রার্থীর চাকুরীতে আবেদনপত্রে ফটোকাপি,
৭। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছোরে অনুবন্ধের কথি।

ক্রম: আমিনুল ইসলাম
২১/১১/২৪
(মোঃ আমিনুল ইসলাম)

পাচ পাচ
টাকা টাকা

বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

প্রতিষ্ঠান
জামিন প্রয়োগ
কান্ডা কোর্ট
বাসেদার বাসেদার
কোর্ট

মাননীয়

গাবতলী থানার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বগুড়া।

মোকদ্দমা নং ২২৭ /২০২৪ অন্য

বাদী

-বনাম-

বিবাদী

মোঃ আইনুল হক দিঃ

মোঃ আব্দুল বাসেদ দিঃ

বিষয়ঃ নথী উপস্থাপনের প্রার্থনা।

দরখাতকারী বাদীপক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমার আগামী ইং
০৮/০৯/২০২৪ তারিখে দিন ধার্য আছে। দরখাতকারী বাদীপক্ষে দেং কাঃ বিঃ আইনের
১৫১ ধারার বিধানমতে একখন্দা দরখাত মাননীয় আদালতে দাখিল করিয়াছে। উক্ত দাখিলী
দরখাত ওনানী সাপেক্ষে উপরোক্ত নং মোকদ্দমার নথী উপস্থাপনের আদেশ হওয়া
আবশ্যিক।

বিধায় প্রার্থনা, মাননীয় আদালত দয়া প্রকাশে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপরোক্ত
অবস্থাদি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতঃ উপরোক্ত নং মোকদ্দমার নথী উপস্থাপনের যথাবিহীত
আদেশ দানে সুবিচার করিতে মর্জি হয়। নিবেদন, ইতি, তাঁঁ ৩০/০৬/২০২৩ ইং

সত্যপাত্তি

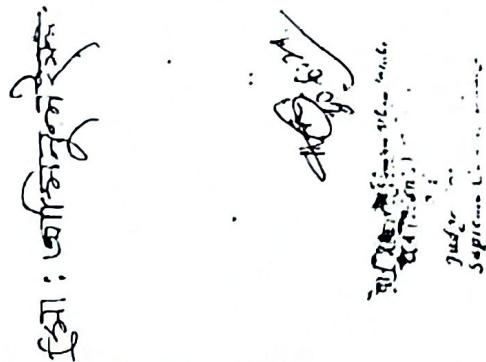
অত দরখাতের ঘাবতীয় বিবরণ সত্য জানিয়া
নিজ নাম দ্বাম্বর করিলাম।

শ্রী: শামিল জাহান

১৬ পাঠ
কাব্য টাবণ

গুৱাহাটী
২০২৪ খ্রি

মাননীয়



গাবতলী থানার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বগুড়া।

মোকদ্দমা নং ৯২৭ / ২০২৪ অন্য

বাদী

- বনাম -

বিবাদী

মোঃ আইনুল হক দিং

মোঃ আনুল বাসেদ দিং

দেঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৫১ ধারার বিধান

মতে অত্যবৃত্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী বাদীপক্ষে বিনীত নিবেদন এই যে, অসাম প্রদেশের এলাকায়ীন জেলা-বগুড়া, থানা- গাবতলী, ঘোজা- সোনাকানিয়া গ্রামমধ্যে নালিশী নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সহ সি,এস ২৬নং খতিয়ান সাবেকে কায়মুল্যা মোঝা দিং নামে লিখা যায়। কায়মুঝা মোঝা ওরফে আকন্দ নালিশী দাগের সম্পত্তিতে আপোয়ে পৃথক ভাবে স্বত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে কায়মুল্যা অভাবে তদীয় অংশে একমাত্র পুত্র ভজন আলী মোঝা ওরফে আকন্দ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকাকালে তাহার নামে Allestcdl অর্থাৎ PRR ২৬নং পর্চা প্রস্তুত হইয়াছে। এম.আর.আর খতিয়ানও তাহার নামে প্রস্তুত হইয়াছে। উক্তরূপে স্বত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভজন আলী আকন্দ ইং ০৪/০৪/৮৫ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিঃকৃত ৯৬৬০ নং একখন্দ দানপত্র দলিল মূলে নালিশী দাগের ১১ শতক সম্পত্তি সোনাকানিয়া মধ্যপাড়া ফোরকানিয়া মদ্রাসা বরাবর দান করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে তথায় উক্ত মদ্রাসাটি স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে উক্ত ফোরকানিয়া মদ্রাসা অবলুপ্ত করিয়া সোনাকানিয়া হিজবুন নূর দখিল মদ্রাসা হিসাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। উক্ত মদ্রাসা কার্যকরী কমিটির বিবাদীগণ বিভিন্ন পদে থাকিয়া মদ্রাসাটি পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। উক্ত মদ্রাসায় দান বাদ নালিশী দাগের অপরাপর সম্পত্তিতে ভজন আলী আকন্দ স্বত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে ৭৭০নং তসদিককৃত এবং ডি.পি ৭৭৯ নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত ভজন আলী নালিশী

卷之三

مکالمہ
دینی
سید احمد
بخاری
درست
کے
لئے
کوئی
مدد
نہ
کرے
گے

ପାତା ନଂ- ୧

ଦାଗେର ଉତ୍ତ ଦାନ ବାଦ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପଦିତେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକାକାଳେ ଭାଜନ ଆଲୀ ଆକଂଦ ପବାଲୋକ ଗମନ ବରିଲେ ତତ୍ୟକ ଅଂଶେ ତୁପୁତ୍ର ଆନ୍ଦୁସ ଛାଡ଼ାଇ, ଆନ୍ଦୁର ରଶିଦ ଓ ଆନ୍ଦୁଲ ଗୁରୁ ଏବଂ ୨ କନ୍ୟା ଆମେନା ଓ ଆଲତାଫନ ଓୟାରିଶ ନିୟୁକ୍ତ ହଇଯା ପିତା ତ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ପଦିତେ କତକ ଆପୋଯେ ପୃଥିକ ଭାବେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକେ । ଉତ୍ତ କନ୍ୟାଗଣେର ବିବାହସାଦୀ ଦିଲେ ତାହାଦେର ଜ୍ଞାତସାରେଇ ନାଲିଶୀ ଦାଗେର ସମ୍ପଦିଯାଦୀ ଉତ୍ତ ଭାତାଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ଦୁସ ଛାଡ଼ାଇ । ୧୨ ଓ ଭାତା ତାହାତେ ଯଥାରୀତି ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକାକାଳେ ଉତ୍ତ ଆନ୍ଦୁଲ ଛାଡ଼ାଇ । ୧୩ ତିନ ଭାତାର ନାମେ ନାଲିଶୀ ଦାଗେର ୨୦ ଶତକ ସମ୍ପଦି ସହ ଅପରାପର ଦାଗେର ସାମିଲେ ହାଲ ଜରିପାମଲେ ତସଦିକକୃତ ୭୭୧ନଂ ଖତିଯାନ ପ୍ରସ୍ତ୍ରତ ହଇଯାଇଁ ଏବଂ ସନସନ ଶରକାରକେ ଖାଜନାଦୀ ଆଦାୟ ଦିଯା ଦଖିଲାଦି ପ୍ରାଣ ହଇଯା ତାହାତେ ନିର୍ବିମ୍ବେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକେ । ଉତ୍ତ ଶ୍ରକାରେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକାକାଳେ ଭାଜନ ଆଲୀର କନ୍ୟା ଉତ୍ତ ଆମେନା ଖାତୁନ ଯାରା ଗେଲେ ତାହାର ଅଂଶେ ୪ପୁତ୍ର ୧-୪ନଂ ବାଦୀ ଓ ୨ କନ୍ୟା ୫/୬ନଂ ବାଦୀ ଓୟାରିଶ ନିୟୁକ୍ତ ହ୍ୟ । ଉତ୍ତରପେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକାକାଳେ ଉତ୍ତ ଆନ୍ଦୁର ରଶିଦ ମାରା ମେଲେ ତତ୍ୟକୁ ଅଂଶେ ଶ୍ରୀ ସାମଜୁମାହାର, ୨ପୁତ୍ର ଶହିଦୁଲ ଇସଲାମ ଓ ୧ କନ୍ୟା ପାରିଭିନ୍ନ ଓୟାରିଶ ନିୟୁକ୍ତ ହଇଯା ତ୍ୱରତ୍ୟକୁ ଅଂଶେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ହ୍ୟ । ଉତ୍ତରପେ ନିର୍ବିମ୍ବେ ଓ ନିରବିଚିହ୍ନ ଭାବେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଥାକାକାଳେ ଉତ୍ତ ଆନ୍ଦୁସ ଛାଡ଼ାଇ, ଆନ୍ଦୁଲ ଗୁରୁ, ଶହିଦୁଲ ଇସଲାମ ଓ ସାମଜୁନ ନାହାର ତାହାଦେର ଅଂଶେର ସମ୍ପଦିର ମଧ୍ୟେ ଥେକେ ନାଲିଶୀ .୦୬ ଶତକ ସମ୍ପଦି ଇ୧ ୧୮/୦୫/୨୦୨୨ ମୋତାବେକ ବାଂଲା ୪ଠା ଜୈଷ୍ଠ/୧୪୨୯ ତାରିଖେର ସମ୍ପାଦିତ ଓ ରେଜି:୪୩୦୩୧୧୯୯୯ ଏବିଥିତ ଦାନପତ୍ର ଦଲିଲ ମୁଲେ ଏଇ ବାଦୀଗଣ ବନ୍ଦାବନ ଦାନ କରିଯା ଦୟଳ ଛଡ଼ିଯା ଦିଲେ ଏଇ ବାଦୀଗଣ ତାହାତେ ଦଖଲପ୍ରାଣ ହଇଯା ବାଧାଈନ ଭାବେ ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖିଲକାର ନିୟୁକ୍ତ ଆହେ । ନାଲିଶୀ ସମ୍ପଦିତେ ବିବାଦୀଗଣେର କିଂବା ବିବାଦୀଗଣେର ପରିଚାଲିତ ମାଦ୍ରାସାର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ସ୍ଵତ୍ବ କି ଦଖଲ ନାହିଁ କି ଆଇନତ: ଦଖଲ ଦାବୀଓ କରିତେ ପାରେ ନା । ନାଲିଶୀ ସମ୍ପଦିତେ ମାଟି କାଟିଆ ତଥାର ଗର୍ତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଯାଯ ବାଦୀ ତାହାତେ ମଧ୍ୟାଦୀର ଚାମାବାଦେ peacefully and Exclusively, openly and Separately ସ୍ଵତ୍ବାନ ଓ ଦଖଲଭାଗ କରିଯା ଆସିତେହେ । ବିବାଦୀଗଣ ଅତିଶ୍ୟ ଦୂର୍ଦାସ ପ୍ରକୃତିର, କଲାହପ୍ରିୟା, ପରେବ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଓ ଦଷ୍ଟ

ପାତା ନଂ- ୩

ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବଟେ । ବିବାଦୀଗଣ ମାନ୍ଦାପାର ନାମେ ମାନୁଷ ଠକିଯେ ନିଜେଦେର ସ୍ଵାର୍ଥ ହାସିଲେର ଅପଚେଷ୍ଟ୍ୟା ଲିଖ ରଖିଯାଛେ । ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିତେ ବିବାଦୀଗଣେର କୋନରୂପ ସତ୍ତ୍ୱ-ସଂଶ୍ଵର କି ଦଖଲ ନାହିଁ କି କୋନ ଅଜୁହାତେଇ ଦଖଲ ଦାବୀ କରିତେବେ ପାରେ ନା । ତାହାଦେର ଶୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଇ ହଲୋ ବିକଳ୍ୟ ପଥେ ଅନ୍ୟାଯ ଦାବୀତେ ଚାନ୍ଦାବାଜୀ କରା । ଗତ ଇଂ ୦୬/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେ ସିନ୍ଧାନ୍ ଏହଣ କରିଯା ବିବାଦୀଗଣ ଏକଜ୍ଞୋଟ ହଇଯା ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହଇତେ ବାଦୀଗଣକେ ବେଦଖଲ କରିଯା ଜୋରପୂର୍ବକ ଉଥାର ଦଖଲ ଲାଇବେ ଏବଂ ଇଂ ୦୯/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେ ଲେବାର/ମିତ୍ରୀ ଆନିଯା ପାକା ପ୍ରାଚୀର ଦିଯା ଫିରିଯା ଲାଇବେ ମର୍ମେ ଉତ୍ତର ୦୬/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେଇ ସିନ୍ଧାନ୍ ଏହଣ କରିଯା ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତର ୦୬/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେଇ ମାପଜୋକ କରିତେ ଥାକିଲେ ବାଦୀଗଣ ତାହା ଜାନତେ ପାରିଯା ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପରେ ଗିଯା ବିବାଦୀଗଣକେ ମାପଜୋକକେ ଦେଖିଯା ଅତିଶ୍ୟ ଦିନ୍ଦିତ ହଇଯା ପଡ଼େ ଏବଂ ମାପଜୋକରେ କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ମାତ୍ର ଫିଙ୍ଗ ହଇଯା ମାରମୁଖୀ ହଇଯା ଉଠେ ଏବଂ ନାନାଭାବେ ହର୍ମକ ପ୍ରଦାନ କରିତେ ଥାକେ । ବାଧ୍ୟ ହଇଯା ଇଂ ୦୭/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜେଲା ନିର୍ବାହୀ ଅଫିସାର ପାବତଳୀ ବରାବର ଆବେଦନ କରିଲେ ନିର୍ବାହୀ ଅଫିସାର ସାହେବ ଥାନା ଥେକେ ପୁଲିଶ ପାଠାଇଯା ଦିଯା ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିତେ ବିବାଦୀଗଣକେ ସୀମାନା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣେ ନିବୃତ୍ତ କରିଯା ଶାନ୍ତି ଶୃଖଳା ବଜାୟ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ବିବାଦୀଗଣକେ ମୌଖିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଯା ଆସେ । ବିବାଦୀଗଣ ଅତିଶ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଵାନ୍ ପ୍ରକୃତିର, କଳହପ୍ରିୟ, ଜନବଳେ ବଲିଯାନ, ପରେର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଏବଂ ଦୁଃ୍ଖ ପ୍ରକୃତିର, ଲାଠିଯାଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବଟେ । ପକ୍ଷାନ୍ତରେ, ବାଦୀଗଣ ଶାତ୍ରିତ୍ରୀ ଏବଂ ନିରୀହ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବଟେ । ଇତିପୂର୍ବେ ବିବାଦୀଗଣ ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିତେ ଜୋରପୂର୍ବକ ଅନବିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଯା ବିବାଦୀଗଣ ବାଦୀଗଣକେ ବେଦଖଲ କରିଯା ଉହାର ଦଖଲ ଲାଇଯା ତାହାତେ ପାକା ସୀମାନା ପ୍ରାଚୀର ଦିଯା ଧିରିଯା ଲାଇବେ, ବାଧା ଦିଲେ ବାଦୀଗନ କି ବାଧା ଦାନକାରୀଦେରକେ ଓ ଶୁଣ କରିଯା ଲାଶ ଗୁମ୍ଫ କରିଯା ଫେଲିବେ, ଏମତଃ ହରକି ଦିଯା ଯାଯା । ଉତ୍ତରପ ଅବହ୍ୟ ଗତକଳ୍ୟ ଇଂ ୧୧/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେ ବିବାଦୀଗଣ ତାହାଦେର ଭାଡ଼ାକରା ମାତ୍ରାନ ଓ ଗୁଡ଼ା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଜନ ଆନିଯା ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପରେ ଆପିଯା ବାଦୀଗଣକେ ବେଦଖଲେର ଚଢ଼ା କରେ ଏବଂ ଇଟ୍ଟେର ପାକା ସୀମାନା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣେ ଚଢ଼ା କରିଲେ ବାଦୀଗଣେର ବାଧାର ମୁଖେ ଫିରିଯା ଯାଯା ଏବଂ ଯାଇବାର କାଳେ ଏଇକପେ ଶାସାଇଯା ଯାଯା ଯେ, ଆଚିନ୍ତେଇ ଶାତ୍ରିକ ଭାଡ଼ାଟିଯା ଗୁଡ଼ା ବାହିନୀ ଆନିଯା, ପ୍ରଯୋଜନେ ସକଳ

ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ: ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୩୦୨୨୨
ପ୍ରକାଶକ: ବିବାଦିଗଣ ଆଦିତ୍ୱ ପରିଷଦ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ: ପରିଷଦ ପରିଷଦ

ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ: ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୩୦୨୨୨
ପ୍ରକାଶକ: ବିବାଦିଗଣ ଆଦିତ୍ୱ ପରିଷଦ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ: ପରିଷଦ ପରିଷଦ

ପାତା ନଂ- ୪

ଶିକ୍ଷାୟୀଦେରକେ ବ୍ୟବହାର କରିଯା ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଖଳ ଲାଇବେ, ତାହାତେ ସୀମାନା ପ୍ରାଚୀର ଦିଯା ଘରିଯା ଲାଇଯା ବାଦୀଗଣକେ ଜୋରପୂର୍ବକ ବେଦଖଳ କରିବେ । ଇହାତେ ବାଦୀଗଣ କି କେହ ବାଧା ଦିଲେ ତାହାଦେରକେ ଥୁନ କରିଯା ଲାଶ ଓମ କରିତେ ଓ ବିଧା କରିବେ ନା ମର୍ମେ ହମକି ଦିଯା ଚଲିଯା ଯାଏ ଜନ୍ୟ ବାଦୀଗଣ ଇଂ ୧୩/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେ ଅହୁଯୀ ନିଯେଧାଜ୍ଞାର ଆବେଦନ କରିଲେ ମାନନୀୟ ଆଦାନତ ତନାନୀ ଅତେ ୨୧ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ କାରଣ ଦର୍ଶନୋର ଆଦେଶ ଦେନ । ନୋଟିଶ ପ୍ରାଣ ହଇଯା ଉକ୍ତ ବିବାଦିଗଣ ଆରା ଫିଷ୍ଟ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ହଇଯା ବାଦୀଗଣେର ସହ ସମର୍ଥକଦେର ବିରକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା କରିଯା ୪ନଂ ବାଦୀକେ ପୁଲିଶ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଆଟକ କରିଲେ ଏବଂ ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପରେ ଇଟ, ରଡ଼, ସିମେନ୍ଟ, ବାଲୁ, ମିଞ୍ଚି ସହ ଉକ୍ତ ବିବାଦିଗଣ ପୁଲିଶୀ ସହାୟତାର ଗତକଲ୍ୟ ଇଂ ୨୯/୦୬/୨୦୨୪ ତାରିଖେ ବେଳା ଅନୁମାନ ୧୧.୦୦ ଘଟିକାଯ ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପରେ ଆସିଯା ବାଦୀଦେର ବେଦଖଳ ପୂର୍ବକ ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିତେ ପାକା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣେର ଜୋର ତୃପ୍ରତା ଚାଲାଇ । ବାଦୀଗଣେର ବାଧାର ମୁଖେ ଚଲିଯା ଯାଏ ଏବଂ ଅତିସତ୍ତ୍ଵର ନାଲିଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଖଳ ଲାଇଯା ତାହାତେ ସୀମାନା ପ୍ରାଚୀର ଦିଯା ଘରିଯା ଲାଇବେ ବାଧା ଦିଲେ, ଆରା ଫୌଜଦାରୀ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ସହ ନାନାଭାବେ ବାଦୀଗଣକେ ହେତୁରାନୀ ଓ ଜେରବାର କରିବେ । ଏହତାବନ୍ଧୁଯା, ଅତେ ମାମଲାର ଅହୁଯୀ ନିଯେଧାଜ୍ଞାର ଦରଖାସ୍ତ ତନାନୀ ନା ହେତୁଯାତକ, ୧-୫ନେ ବିବାଦିଗଣକେ ଅଭବତୀକାଳୀନ ନିଯେଧାଜ୍ଞାର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା Restrain କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟଥାଯ, ବାଦୀଗଣେର ମାମଲାଟିଓ Frustrated ହିବେ ଏବଂ ବାଦୀଗଣେର ଅପୂର୍ବନୀୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହିବେ ।

ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମାନୀୟ ଆଦାନତ ଦୟା କରିଯା ଓ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରେର ସ୍ଵାର୍ଥେ ଉପରୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନି ବିଶ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଯା ବାଦୀଗଣେର ସ୍ଵତ୍ତୁଦଖଲୀୟ ନିମ୍ନ ତପଶୀଳ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଯ ନିମ୍ନ ହାତନ୍ତ୍ରାୟ ଲାଲ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶେର ସମ୍ପତ୍ତିତେ ୧-୫ନେ ବିବାଦିଗଣ ଯାହାତେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିତେ ନା ପାରେ, ଉକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ବାଦୀଗଣକେ ବେଦଖଳ କରିତେ ନା ପାରେ, ଜୋରପୂର୍ବକ ଉହାର ଦଖଳ ଲାଇତେ ନା ପାରେ, କିଂବା କୋନରୂପ ସୀମାନା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିତେ ନା ପାରେ, ଉହାର Nature and Existing Character Change କରିତେ ନା ପାରେ, ତରମେ ୧-୫ନେ ବିବାଦିଗଣ ବିରକ୍ତ ମୂଳ ଅହୁଯୀ/ଅଭବତୀକାଳୀନ ନିଯେଧାଜ୍ଞାର ଦରଖାସ୍ତ ତନାନୀ ନା ହେତୁଯାତକ ୧-୫ନେ ବିବାଦିଗଣ ବିରକ୍ତ ଅଭବତୀକାଳୀନ ନିଯେଧାଜ୍ଞାର ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ୧-୫ନେ ବିବାଦିଗଣକେ ବିରତ (Restrain) କରିତେ ମର୍ଜି ହେଯ । ନିବେଦନ, ଇତି, ତାଂ ୨୦/୦୬/୨୦୨୪ ଇଂ

পাতা নং- ৫

পুস্তক পরিষদ
গুৱাহাটী
১৯৮৫
৩০০০০
১০০০০

তপশীল সম্পত্তির বর্ণনা ৪-

জেলা- বগুড়া, থানা- গাবতলী, মৌজা- সোনাকানিয়া, জে.এল.নং সাবেক ১০১ হলে ১০২, সি.এস
খতিয়ান নং ২৬, এম.আর.আর ৩২, তসদিককৃত পর্চা নং ৭৭০, ৭৭১, আর.এস খং নং ২১৪।

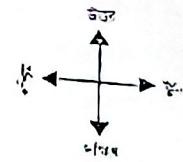
সাবেক দাগ	হাল দাগ	পরিমাণ
৯৪৮	১৭৭৯	২০ শতকের কাত .০৬ (ছয়) শতক
		মধ্যবর্তি স্থান। যাহা নিম্ন হাতনগ্নায় লাল চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত হইল।

চৌহানি ৪:-

- ১। উত্তরে- গাবতলী বাগবাড়ী পাকা রাস্তা।
- ২। দক্ষিণে- খোরশেদ শাহ।
- ৩। পূর্বে- সোনাকানিয়া হিজাবুন নূর দাখিল মদ্রাসা।
- ৪। পশ্চিমে- আঃ ছাতার দিঁ।

হাতনকশা ৪:-

গাবতলী-বাগবাড়ী পাকা রাস্তা		
০৩ শতক আঃ ছাতার দিঁ	০৬ শতক	১১ শতক মদ্রাসা
বাদীগঞ্জের যত্নদখলীয় নালিশী সম্পত্তি		



সত্যপাঠ

অত্য অস্থায়ী নিয়েধাজ্ঞার যাবতীয় বিবরণ সত্য
জানিয়া নিজ নাম দ্বাক্ষর করিলাম।

প্রিয়া! আমিনুল্লাহ

গাচ পাচ
চাক টাকা

পাঞ্জাবে
নোট ফি

মানসীয়

গাবতলী থানার সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বগুড়া।

গোকদমা নং ১২৭ /২০২৪ অন্য

বাপী	- বন্ধা/ম-	বিবাদী
মোঃ আবিনুল হক দিং		মোঃ আব্দুল বানেদ দিং

এফিডেভিট

আমি মোঃ আবিনুল ইসলাম, পিতা মৃত: সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, সাং সোনাকানিয়া, পো: পেরীহাট, ধান্না- গাবতলী, জেলা- বগুড়া, জাতীয়তা- বাংলাদেশী, ধর্ম- ইসলাম, পেশা- চাকুরী,
বয়স-৪৬, জাতীয় পরিচয়পত্র নং ৭৭৫ ৯৮১ ৮২৮৪।

ধর্মত: খ্রিস্ট্যান পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আদালতের এলাকাধীন জেলা- বগুড়া,
থানা- গাবতলী, মৌজা- সোনাকানিয়া গ্রামমধ্যে নালিশী নিম্ন তপশ্চীল বর্ণিত সম্পত্তি সহ সি,এস
২৬নং খতিয়ান সাবেকে কায়মুল্যা মোহূ দিং নামে লিখা যায়। কায়মুল্যা মোহূ ওরফে আকন্দ
নালিশী দাগের সম্পত্তিতে আপোয়ে পৃথক ভাবে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে কায়মুল্যা
অভাবে তদ্বীয় অংশে একমাত্র পুত্র ভাজন আলী মোহূ ওরফে আকন্দ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকাকালে
তাহার নামে Attested অর্থাৎ ১২১২ ২৬নং পর্চা প্রস্তুত হইয়াছে। এম.আর.আর খতিয়ানও
তাহার নামে প্রস্তুত হইয়াছে। উক্তজনপে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলী
আকন্দ ইং ০৪/০৪/৮৫ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিঃকৃত ১৬৬০ নং একখন্দ দানপত্র দলিল মূলে
নালিশী দাগের ১১ শতক সম্পর্ক সোনাকানিয়া মধ্যপাড়া ফোরকানিয়া মদ্রাসা বরাবর দান করিয়া
দখল ছাড়িয়া দিলে তথায় উক্ত মদ্রাসাটি স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে উক্ত ফোরকানিয়া মদ্রাসা
অবলুপ্ত করিয়া সোনাকানিয়া হিজৰুন নূর দাখিল মদ্রাসা হিসাবে পরিচালনা করিয়া আসিতেছে।
উক্ত মদ্রাসা ফার্কের্বী ফার্মিটির দিবানীগণ বিভিন্ন পদে থাকিয়া মদ্রাসাটি পরিচালনা করিয়া
আসিতেছে। উক্ত মদ্রাসায় দান বাদ নালিশী দাগের অপরাপর সম্পত্তিতে ভাজন আলী আকন্দ স্বত্ত্বান
ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে ৭৭০নং
তনদিককৃত এবং ডি.পি ৭৭৯ নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত ভাজন আলী নালিশী দাগের উক্ত
দান বাদ অবশিষ্ট সম্পত্তিতে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলী আকন্দ পরলোক
গমন করিলে ততাঙ্ক অংশে তেন্তু আবুস ছাত্তার, আবুর রশিদ ও আবুল গফুর এবং ২ কল্যা
আনেলা ও আলতাফন ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া পিতা তাজ সম্পত্তিতে কর্তক আপোয়ে পৃথক ভাবে

স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকে। উক্ত কন্যাগণের বিবাহসন্দী দিলে তাহাদের জ্ঞাতসারেই নালিশী দাগের সম্পত্তিয়াদী উক্ত ভাতাগণ অর্থাৎ আবুস ছাতার দিং ৩ ভাতা তাহাতে যথারীতি স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আবুস ছাতার দিং তিন ভাতার নামেও নালিশী দাগের ২০ শতক সম্পত্তি সহ অপরাপর দাগের সামিলে হাল জরিপামলে তসদিককৃত ৭৭১নং খতিয়ান প্রস্তুত হইয়াছে এবং সনসন সরকারকে খাজনাদি আদায় দিয়া দাখিলাদি প্রাণ হইয়া তাহাতে নির্বিষ্টে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকে। উক্ত প্রকারে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে ভাজন আলৌর কন্যা উক্ত আমেনা খাতুন মারা গেলে তাহার অংশে ৪পুত্র ১-৪নং বাদী ও ২ কন্যা ৫/৬নং বাদী ওয়ারিশ নিযুক্ত হয়। উক্তরূপে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আবুর রশিদ মারা গেলে তত্যজ্ঞ অংশে শ্রী সামছুন্নাহার, ২পুত্র শহিদুল ইসলাম ও ১ কন্যা পারভিন ওয়ারিশ নিযুক্ত হইয়া তৎজ্ঞজ্ঞ অংশে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত হয়। উক্তরূপে নির্বিষ্টে ও নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত থাকাকালে উক্ত আবুস ছাতার, আবুল গফুর, শহিদুল ইসলাম ও সানতুন নাহার তাহাদের অংশের সম্পত্তির মধ্যে থেকে নালিশী .০৬ শতক সম্পত্তি ইং ১৮/০৫/২০২২ বোতাবেক বাংলা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ/১৪২৯ তারিখের সম্পাদিত ও রেজিঃকৃত ৩৯৪১নং একখন্ত দানপত্র দলিল গুলে এই বাদীগণ বয়াবর দান করিয়া দখল ছাড়িয়া দিলে এই বাদীগণ তাহাতে দখলপ্রাণ হইয়া বাধাহীন ভাবে স্বত্ত্বান ও দখিলকার নিযুক্ত আছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণের কিংবা বিবাদীগণের পরিচালিত মদ্রাসার বিন্দুমাত্র স্বত্ত কি দখল নাই কি আইনতঃ দখল দাবীও করিতে পারে না। নালিশী সম্পত্তিতে মাটি কাটায় তথায় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বাদী তাহাতে মৎসাদীর চাষাবাদে peacefully and Exclusively, openly and Separately স্বত্ত্বান ও দখলভোগ করিয়া আসিতেছে। বিবাদীগণ অতিশয় দুর্দাত প্রকৃতির, কলহপ্রিয়, পরের অনিষ্টকারী ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক বটে। বিবাদীগণ মদ্রাসার নামে মানুষ ঠকিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণের কোনরূপ স্বত্ত-সংশ্রব কি দখল নাই কি কোন অজুহাতেই দখল দাবী করিতেও পারে না। তাহাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো দিকন্ধ পথে অন্যায় দাবীতে চাঁদাবাজী করা। গত ইং ০৬/০৬/২০২৪ তারিখে সিদ্ধান্ত এহণ করিয়া বিবাদীগণ একজোট হইয়া নালিশী সম্পত্তি হইতে বাদীগণকে বেদখল করিয়া জোরপূর্বক উহার দখল লইবে এবং ইং ০৯/০৬/২০২৪ তারিখে লেবার/মিশ্রী আনিয়া পাকা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে এবং উক্ত ০৬/০৬/২০২৪ তারিখেই সিদ্ধান্ত এহণ করিয়া নালিশী সম্পত্তি উক্ত ইং ০৬/০৬/২০২৪ তারিখেই মাগজোক করিতে থাকিলে বাদীগণ তাহা জানতে পারিয়া নালিশী সম্পত্তির উপরে গিয়া বিবাদীগণকে মাপজোকে দেখিয়া অতিশয় বিশ্বিত হইয়া পড়ে এবং মাপজোকের কারণ ডিওয়াসা করা মাত্র ফিল হইয়া মারমুরী হইয়া উঠে এবং নানাভাবে হ্রকি প্রদান

পাতা নং- ৩

করিতে থাকে। বাধ্য হইয়া ইং ০৭/০৬/২০২৪ তারিখে স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাবতলী বন্ধাবন আবেদন করিলে নির্বাহী অফিসার সাহেব থানা থেকে পুলিশ পাঠাইয়া দিয়া নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীগণকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণে নিবৃত্ত করিয়া শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিবাদীগণকে মৌখিক ভাবে নির্দেশ প্রদান করিয়া আসে। বিবাদীগণ অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতিয়, কলহপ্রিয়, ভন্দবলে বলিয়ান, পরের অনিষ্টকারী এবং দুষ্ট প্রকৃতির, লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক বটে। সম্পত্তিতে জোরপূর্বক অনধিকার প্রবেশ করিয়া বিবাদীগণ বাদীগণকে বেদখল করিয়া উহার দখল লইয়া তাহাতে পাকা সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে, বাধা দিলে বাদীগণ কি বাধা দানকারীদেরকেও খুন করিয়া লাশ গুম করিয়া ফেলিবে, এমত: ত্রুটি দিয়া যায়। উক্তক্লপ অবস্থায় আনিয়া নালিশী সম্পত্তির উপরে আসিয়া বাদীগণকে বেদখলের চেষ্টা করে এবং ইটের পাকা সীমানা প্রাচীর নির্মাণের চেষ্টা করিলে বাদীগণের বাধার মুখে ফিরিয়া যায় এবং যাইবার কালে এইরূপে শাসাইয়া যায় যে, অচিরেই শাতাধিক ভাড়াটিয়া গুড়া বাহিনী আনিয়া, প্রয়োজনে সকল শিক্ষার্থীদেরকেও ব্যবহার করিয়া নালিশী সম্পত্তির দখল লইবে, তাহাতে সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইয়া বাদীগণকে জোরপূর্বক বেদখল করিবে। ইহাতে বাদীগণ কি কেহ বাধা দিলে তাহাদেরকে খুন করিয়া লাশ গুম করিতেও দ্বিধা করিবে না মর্মে ত্রুটি দিয়া চলিয়া যায় জন্য বাদীগণ ইং ১৩/০৬/২০২৪ তারিখে অস্থায়ী নিয়েধাজ্ঞার আবেদন করিলে মাননীয় আদালত ঘৃনানী অন্তে ২১ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর আদেশ দেন। নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বিবাদীগণ আরও ক্ষিণ ও উত্তেজিত হইয়া বাদীগণের সহ সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ফৌজদারী মামলা করিয়া ৪নং বাদীকে পুলিশ অন্যায় ভাবে আটক করিলে এবং নালিশী সম্পত্তির উপরে ইট, রড, সিমেন্ট, বালু, মিস্ট্রী সহ উক্ত বিবাদীগণ পুলিশী সহায়তায় গতক্ল্য ইং ২৯/০৬/২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১.০০ ঘটিকায় নালিশী সম্পত্তির উপরে আসিয়া বাদীদের বেদখল পূর্বক উক্ত সম্পত্তিতে পাকা প্রাচীর নির্মাণের জোর তৎপরতা চালাই। বাদীগণের বাধার মুখে চলিয়া যায় এবং অতিসত্ত্ব নালিশী সম্পত্তি দখল লইয়া তাহাতে সীমানা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া লইবে বাধা দিলে, আরও ফৌজদারী মিথ্যা মামলা সহ নানাভাবে বাদীগণকে হয়রানী ও জেরবার করিবে। এমতাবস্থায়, অত্র মামলায় অস্থায়ী নিয়েধাজ্ঞার দরখাস্ত ঘৃনানী না হওয়াতক, ১-৫নং বিবাদীগণকে অন্তবর্তীকালীন নিয়েধাজ্ঞার আদেশ দ্বারা Restrain করা আবশ্যিক।

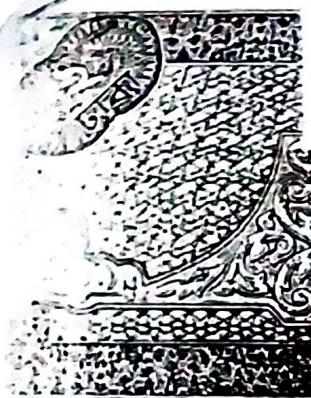
সত্যপাঠ

অত্য এফিডেভিটের যাবতীয় বিবরণ সত্য জানিয়া
নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

চৈমানি: আমি প্রতিকূল প্রস্তাব
যোবণাকারীকে আমি চিনি। তিনি আমার সম্মতে নিজ
নাম স্বাক্ষর করিলে আমি তাহাকে সনাত্ত করিলাম।

এ্যাডভোকেট
জজকোট, বগুড়া।

HC প্রিমে পুলিশ প্রিমে পুলিশ (পুরুষ)
অব কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রিমে পুলিশ
পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ
পুরুষ পুরুষ পুরুষ পুরুষ



ଦୁଇ
ଟାକା



বাংলাদেশ
কোর্ট ফি



ବାଂଲାଦେଶ
କୋଡ଼ି ଫିର



୪୮

১৯৭৮ : ০৮৭৯১২৮

ଦାନ୍ତମେଳ ଫତର ନଂ ୩୭୦୬

शाईलेट विज्ञान फरम नं १८ (डे) १९
प्रत्यन्त अंत अंत दिन

୧୯୫୮

ମୁଦ୍ରାପତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଜ୍ଞାନ ଆଧୁନିକ ଶାଖାଜ୍ଞାନୀ ଅଭିଭାବକ

କେବୁଣ୍ଠିରେ ମନ୍ଦିରରେ ପାତାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯାଏଜାହାନ୍ତି, ଯାଏଜାହାନ୍ତି, ଯାଏଜାହାନ୍ତି ।

१२५३ अंक : १२९/२०२४ अग्र

१९७२०२८ अग्र

Digitized by srujanika@gmail.com

কেটিফ. ফন্স জমাত তান্ত্রিক
০৮৭৯১২৪

ମର୍ତ୍ତନ ଶାକର ଏତ ତାରିଖ
୧୯୮୫/୨୪

1998-09-28

三

ପାତ୍ର
ବାନ୍ଧି

Digitized by srujanika@gmail.com

ବ୍ୟବ୍ସା

୨୫୯ ପ୍ରକାଶିତ । ୧୯୬୭ ଅକ୍ଟୋବ୍ରେ
ମହାନୀ ପ୍ରକାଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲୁ । ପ୍ରଥମ
୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ । ମହାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଦେଖିଲୁ ।

~~601428~~

କାନ୍ତି ରଜନୀ ମହାତ୍ମା
ନାନୀ ଜାନୀ
ପାତ୍ର, ବାତ୍ରା ।

28

$\text{car} = \text{BMW} = 06.00$



ঠিকানা: ফান/বাস্তা: সোনাকানিয়া, ডাকঘর: পেরীহাটি -
৫৮০০, গাবতলী, বগুড়া



Blood Group A+ Place of Birth BOGRA

Issue Date 08 Aug 2018

I<BGD775981828<41<<<<<<<<<
7803015M3308073BGD<<<<<<<<<2
ISLAM<<MD<AMINUL<<<<<<<<<